ভোরের কাগজ

101

তারিখ ১১।১০।২০০০
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

সম্পাদকীয়

ঢাকা বুধবার ২৬ আশ্বিন ১৪০৭
১১ অক্টোবর ২০০০

ভোরের কাগজ

শিক্ষক প্রশিক্ষণে অনাচার

শিক্ষক প্রশিক্ষণের নামে দেশের যেখানে সেখানে গজিয়ে ওঠা কিছু বিএড ও বিপিএড কলেজের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট ব্যবসার অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষাবিস্তারে ব্রিটিশ শাসনামলে প্রবর্তিত 'গুরু ট্রেনিং' বা শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আজো অপরিসীম। শিক্ষাজীবন শেষে শিক্ষকতাকে যারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চান, তাদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ (বিএড) এবং শারীরিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ (বিপিএড) কলেজে শিক্ষাদান বিষয়ে ডিগ্রি গ্রহণ অপরিহার্য। চাকরি পেতে হলে প্রার্থীকে এ অত্যাবশ্যকীয় সনদের অধিকারী হতেই হবে। বিস্ময়কর ও দুঃখজনক ব্যাপার, কোনোরকম প্রশিক্ষণ না নিয়েই এক শ্রেণীর লোক এ সার্টিফিকেট কিনছে। দেশের ৪৩টি কলেজ থেকে দেদার বিক্রি হচ্ছে এ গুরুত্বপূর্ণ সনদপত্র। এ পর্যন্ত দেশের ৩০ হাজার শিক্ষক এমন অবৈধ পন্থায় প্রশিক্ষক হয়ে শিক্ষক ও শারীরিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের 'যোগ্যতার' অধিকারী হয়েছে! যে সময় শিক্ষার সামগ্রিক মান নিয়ে দেশের বিশেষজ্ঞ মহলে উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে, তখন শিক্ষাক্ষেত্রে এই ভয়াবহ দুর্নীতিকে অশনি সংকেত ছাড়া আর কী বলা যাবে?

ব্যাচেলর অফ এডুকেশন ও ব্যাচেলর অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিগ্রি মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে চাকরি এবং উচ্চতর বেতন স্কেল পাওয়ার যোগ্যতা অর্জনের অন্যতম শর্ত। সরকারি স্কুলগুলোতে এই নিয়মগুলো আগে থেকে চালু থাকলেও, বেসরকারি এমপিওভুক্ত স্কুলে তা বাধ্যতামূলক করা হয় ১৯৯৫ সালে। সরকারের এই নীতিগত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যাবৃদ্ধির পদক্ষেপ গৃহীত হয়। বেসরকারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয় সে কারণেই। কিন্তু এ ধরনের সুযোগ পেয়েই ব্যাঙের ছাতার মতো প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে এবং সেখানে টাকার বিনিময়ে প্রশিক্ষণহীন প্রার্থীরা সার্টিফিকেট কিনবেন— এ অনাচার জাতি কী কারণে মেনে নেবে? এখানে কি আইন-কানুন নেই, রীতিনীতি নেই? এটা কি মগের মুল্লুক?

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই জবাব দিতে হবে, 'কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় অবৈধ প্রতিষ্ঠান অধিভুক্তি' সংক্রান্ত অভিযোগটি কতোটুকু সত্য বা কতোখানি মিথ্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ অমান্য করে প্রতি বছর যেসব ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সেগুলোকে চিহ্নিত বা নিষ্ক্রিয় না করে সে বিষয়ে উদাসীন থাকার অভিযোগটিও কম গুরুতর নয়। ভূঁইফোঁড় কলেজগুলো অবৈধ শিক্ষার্থী তথা শিক্ষকদের যে পদ্ধতিতে পরীক্ষার আগের দিন রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নেয়, তাও অপ্রত্যাশিত। এই কাজে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও 'ম্যানেজ' করার যে বিবরণ সংবাদপত্রে এসেছে, তাতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ তথা শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিতান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন বলেই প্রতীয়মান হয়।

অভিযোগ আরো অনেক আছে। টাকার বিনিময়ে গণনকলের ঢালাও সুযোগ, ঘুষ দিয়ে কলেজ পরিদর্শন, রিপোর্ট সংগ্রহ, ধানক্ষেত ও ভাড়া করা ভবন দেখিয়েই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি লাভ, অধিভুক্তিহীন প্রতিষ্ঠানের অবৈধ প্রার্থীদের পরীক্ষা প্রদানের সুযোগ– এরকম আরো অনেক।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে এ অনাচার শিক্ষাজীবনে কী নৈরাজ্য নিয়ে আসবে তা সহজেই অনুমেয়! এ বিষয়ে সুপারিশ টিম, অধিভুক্তি কমিটি, একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের কি বক্তব্য দেশবাসীর তা জানা দরকার। এই ধরনের অবৈধ ও জোড়াতালি দেওয়া ডিগ্রি অর্জনকারী শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের যে অসম্পূর্ণ ও বিশৃঙ্খল পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবে, তাতে নেমে যাওয়া শিক্ষার মান আরো নেমে যেতে বাধ্য। আমরা সরকারকে অবিলম্বে এ অনাচার বন্ধে কঠোর ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

> শিক্ষক প্রশিক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে এ অনাচার শিক্ষাজীবনে কী নৈরাজ্য নিয়ে আসবে তা সহজেই অনুমেয়! এ বিষয়ে সুপারিশ টিম, অধিভুক্তি কমিটি, একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের কি বক্তব্য দেশবাসীর তা জানা দরকার।